শেখ হাসিনাই রূপকার
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক উপহার

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
(সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যাংক)
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৮-১০)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
www.pallisanchaybank.gov.bd

পসব্য/প্রকা/ পরি-২২(অংশ-২)/২০২৩-২৪/ ৭২০ (২০৪২৮) তারিখ: ২২.০৮.২০২৩

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

২০১৪ সনের ৭নং আইনবলে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত আইনের ধারা ৩৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক চাকরি প্রবিধানমালা-২০২২ প্রণয়ন করে।

পসব্য/প্রকা/ভিজিলেন্স/২০২২-২৩/(১০৭৮৫); তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ নং স্মারকে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ে কর্মরতদের বিভিন্ন ছুটি, সদস্যদের ঋণ বিতরণ, স্বাভাবিক বদলি কার্যক্রমে উৎকোচ / ঘুষ লেনদেনের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক চাকরি প্রবিধানমালা-২০২২ মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বদলি কার্যক্রম একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, অত্র প্রতিষ্ঠানে বদলি কার্যক্রম পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারী বদলি নীতিমালা ২০২১ মোতাবেক সম্পাদিত হচ্ছে। ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ে বিশাল জনবলকে সুষ্ঠুভাবে তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবেদনকে মানবিকভাবে বিবেচনাকরত: ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বদলি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

এছাড়াও ১৯/১২/২০২২ তারিখের ১৯/২০২২-৯১৪০ নং সার্কুলারের মাধ্যমে জারিকৃত পত্রের মাধ্যমে পল্লী ব্যাংকের নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অননুমোদিতভাবে খোলা facebook page, accounts, messenger chat group, whats app group, youtube channel ইত্যাদি অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিলো কিন্তু সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে কতিপয় কর্মকর্তা/কর্মচারী পুনরায় ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রদান করছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান, পরিচালনা পর্ষদ বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিষয়ে মিথ্যা বা মানহানিকর তথ্য ছড়ানো বা ছড়ানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করত: প্রমাণ পাওয়া গেলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৫(১)(২)(৩) এবং ২৯(১)(২) ধারা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এখন থেকে facebook page, accounts, messenger chat group, whats app group, youtube channel ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পুনরায় প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের সকল নির্বাহী ও ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মিথ্যা বা মানহানিকর তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে (like, comments, share সহ) আরো সতর্ক হওয়ার জন্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে জন্য বলা হলো অন্যথায় উপযুক্ত প্রমাণকসহ অভিযোগ পাওয়া গেলে উক্ত পেজের এডমিন, মডারেটরসহ জড়িত অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এমতাবস্থায়, মাঠ পর্যায়ে উপরিউক্ত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ছুটি, ঋণ বিতরণ, বদলি কার্যক্রমে উৎকোচ / ঘুষ গ্রহণ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান, পরিচালনা পর্ষদ, সকল নির্বাহী এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মিথ্যা বা মানহানিকর তথ্য ছড়ানোর যদি কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় তবে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রবিধান মোতাবেক কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক চাকরি প্রবিধানমালা-২০২২ এ বর্ণিত সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী সকল কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বিশেষ নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর যৌথ প্রচেষ্টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন প্রসূত প্রতিষ্ঠান পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে।

(শেখ মো: জামিনুর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফোন-+৮৮-০২-৫৫১৩৮৫৫৯

সকল কর্মকর্তা / কর্মচারী, ,
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

সংযুক্তি:

ক) নং পসব্য/প্রকা/ভিজিলেন্স/২০২২-২৩/(১০৭৮৫); তারিখ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
খ) সার্কুলার নং ১৯/২০২২-৯১৪০; তারিখ: ১৯/১২/২০২২

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৮)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড
ঢাকা-১০০০

নং-পসব্য/প্রকা/ভিজিলেন্স/২০২২-২৩/(৫০৭৮৫) তারিখ: ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

বিজ্ঞপ্তি

এ মর্মে সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, একটি সংঘবদ্ধ অসাধুচক্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কর্মচারীদের চাকরিতে স্থায়ীকরণ, নৈশ প্রহরী হতে অফিস সহায়ক পদে পদায়ন, বদলির আশ্বাস দিয়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের নিকট হতে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে মর্মে জানা যাচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিক কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্তেও টাকা দাবি করছে বলে জানা যাচ্ছে। ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যক্রম এবং কর্মচারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি ব্যাংকের নিয়ম-নীতি ও বিধিমালা মোতাবেক সম্পাদনে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট রয়েছে। এ বিষয়ে কোন তদবির বা আর্থিক লেনদেন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এক্ষেত্রে কোন ধরণের তদবির বা আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টেদের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রশাসনিক/আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(শেখ মোঃ জামিনুর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নং-পসব্য/প্রকা/ ভিজিলেন্স/২০২২-২৩/ (৫০৭৮৫) তারিখ: ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

০১। পিএস, চেয়ারম্যানের সচিবালয়, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপকের দপ্তর, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সহকারী প্রোগ্রামার (ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানগণ, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, সকল জেলা।
০৭। শাখা ব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, সকল শাখা।
০৮। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।
০৯। অফিস নথি।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৮/৯/১০)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড
ঢাকা-১০০০
www.pallisanchaybank.gov.bd

সার্কুলার নং ১৯/২০২২- ৭১৪০

তারিখ: ১৯/১২/২০২২

জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সকল জেলা, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
শাখা ব্যবস্থাপক, সকল শাখা, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

বিষয়: পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অননুমোদিতভাবে খোলা facebook page, accounts, messenger chat group, whats app group, youtube channel ইত্যাদি অবিলম্বে বন্ধ করা প্রসঙ্গে।

সূত্র-১: ব্যাংকের স্মারক নং পসব্য/প্রকা/আইটি-০৬/২০২১-২২/৬৯৩
সূত্র-২: সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ)
সূত্র-৩: ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন)

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। ব্যাংকের স্মারক নং পসব্য/প্রকা/আইটি-০৬/২০২১-২২/৬৯৩, তারিখ ১৮/১০/২০২১ এর মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ (https://www.facebook.com/pallisanchay) "পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক" সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা হয়েছিলো। এই পেজটি ব্যতীত ব্যাংকের কোন অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ নেই। উক্ত পত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নামে যেসকল ফেক facebook page, accounts, messenger chat group, whats app group, youtube channel ছিলো তা ২১/১০/২০২১ তারিখের মধ্যে বন্ধ করার নির্দেশনা ছিলো। কিন্তু অদ্যাবধি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নামে বেশ কিছু ফেক facebook page, accounts, messenger chat group, whats app group, youtube channel পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এসকল ফেক পেজ থেকে বিভিন্ন মিথ্যা তথ্য প্রচার করা হচ্ছে যা প্রতিষ্ঠানের তথা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে। এসকল ফেক একাউন্টস এর সাথে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কোন ধরণের সম্পর্ক নাই।

০৩। উল্লেখ্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ) এর ১০(ঙ) এবং (ছ) অনুচ্ছেদ দুটি নিম্নরূপ:

বিবরণ	
	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রকাশ করা যাবে না:
পরিহারযোগ্য বিষয়াদি	১০(ঙ): কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রকে হেয় প্রতিপন্ন করে এমন তথ্য-উপাত্ত;
	১০(ছ): জনমনে অসন্তোষ বা অপ্রীতিকর মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো বিষয়, লেখা, অডিও বা ভিডিও ইত্যাদি

এছাড়াও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের চাকরি প্রবিধানমালা'র সপ্তম অধ্যায়ের ৩৭(৬) অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ:

" কোন কর্মচারী ব্যাংকের বিষয়াদি লইয়া সংবাদপত্র বা অন্য কোন গণমাধ্যমের সহিত সরাসরি কোন যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না"

০৪। উপরিউল্লিখিত ধারাসমূহের গুরুত্ব উপলব্ধিপূর্বক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে (like, comments, share সহ) আরো সতর্ক হওয়ার জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। এছাড়াও ব্যক্তিগত আইডি/একাউন্টস ব্যবহারেও সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হলো, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান, পরিচালনা পর্ষদ বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিষয়ে মিথ্যা বা হানিকর তথ্য ছড়ানো বা ছড়ানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করত: প্রমাণ পাওয়া গেলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৫(১)(২)(৩) এবং ২৯(১)(২) ধারা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। আগামী ০৩ (তিন) কর্মদিবস অর্থাৎ ২২/১২/২০২২ তারিখের মধ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নামে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নামে খোলা সকল ফেক facebook page, accounts, messenger chat group, whats app group, youtube channel সহ প্রভৃতি বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হলো। বর্ণিত সময়ের পর এসকল facebook page, accounts, messenger chat group, whats app group, youtube channel ইত্যাদি পুনরায় পাওয়া গেলে পেজের এডমিন, মডারেটরসহ জড়িত অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৫। বিষয়টি অতীব জরুরি।

সংযুক্তি: পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক চাকরি প্রবিধানমালা
সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮

আদেশক্রমে,

(খান ইকবাল হাসান)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১. স্টাফ অফিসার টু চেয়ারম্যান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা।
২. স্টাফ অফিসার টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা।
৩. স্টাফ অফিসার টু মহাব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা।
৪. অফিস নথি।

ষষ্ঠ অধ্যায়
চাকরির বৃত্তান্ত

৩৫। **চাকরির বৃত্তান্ত**।—(১) পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য চাকরির বৃত্তান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে এবং ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক নির্দিষ্ট চাকরি বহি সংরক্ষিত হইবে।

(২) কোন কর্মচারী কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে একবার তাহার চাকরি বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপ দেখিবার পর তিনি উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোন কর্মচারী তাহার চাকরি বহি পরিদর্শনকালে উহাতে কোন ভুল বা বিলুপ্তি দেখিতে পান, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য ১৫(পনের) দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা চাকরি বহিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন।

৩৬। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।—(১) কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন নামে অভিহিত হইবে; এবং বিশেষ ক্ষেত্রে, প্রয়োজনবোধে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন নির্দিষ্ট কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে চাহিতে পারিবেন।

(২) কোন কর্মচারী তাহার গোপনীয় প্রতিবেদন দেখিতে পারিবেন না, কিন্তু উহাতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে, উহার কৈফিয়ত প্রদানের কিংবা তাহার নিজেকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হইবে।

সপ্তম অধ্যায়
আচরণ, শৃঙ্খলা, দণ্ড, ইত্যাদি

৩৭। **সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী—

(ক) এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন;

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাতত নিয়োজিত রহিয়াছেন তাহার বা তাহাদের দ্বারা সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন এবং মানিয়া চলিবেন; এবং

(গ) সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত ব্যাংকের চাকরি করিবেন ।

(২) কোন কর্মচারী—

(ক) কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যার্থে চাঁদা দান বা অন্য কোন উপায়ে উহার সহায়তা করিবেন না এবং ব্যাংকের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না;

(খ) তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকরিস্থল ত্যাগ করিবেন না;

(গ) ব্যাংকের সহিত লেনদেন রহিয়াছে কিংবা লেনদেন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তিদের নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) কোন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;

(ঙ) কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত হইবেন না কিংবা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অনুরূপ কোন ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে, বাহিরের কোন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকরি গ্রহণ করিবেন না; এবং

(ছ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্য কোন খণ্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী বোর্ডের নিকট বা উহার কোন সদস্যের নিকট সরাসরি কোন ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না এবং কোন নিবেদন থাকিলে তাহা কর্মচারীর অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার চাকরি সম্পর্কিত কোন দাবীর সমর্থনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা উহার কোন কর্মকর্তার উপর রাজনৈতিক বা বাহিরের কোন প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) কোন কর্মচারী তাহার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য সরাসরি কোন মন্ত্রীর শরণাপন্ন হইবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী ব্যাংকের এর বিষয়াদি লইয়া সংবাদপত্র বা অন্য কোন গণমাধ্যমের সহিত সরাসরি কোন যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৭) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগতভাবে ঋণগ্রস্ততা পরিহার করিবেন।

৩৮। **দণ্ডের ভিত্তি**।—কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারী—

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন; অথবা

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন; অথবা

(গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন; অথবা

(ঘ) অদক্ষ হন, অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন; অথবা

(ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতিপরায়ণ হন বা যুক্তিসংগতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হন, যথা:—

(অ) তিনি বা তাহার কোন পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ হয় এইরূপ অর্থ-সম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন এবং তাহা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন;

(আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সংগে সংগতি রক্ষা না করিয়া জীবনযাপন করেন; অথবা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯

(পরিমার্জিত সংস্করণ)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯

১. ভূমিকা:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের জনপ্রিয়তা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও ব্যক্তি এবং প্রাতিষ্ঠান পর্যায়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের এ প্রবণতা লক্ষণীয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ নাগরিক সেবা প্রদানে সমস্যা পর্যালোচনা, জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারণা এবং সর্বোপরি জনবান্ধব প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের কার্যক্রমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছে। যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে। অপরদিকে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের অসত্য তথ্য প্রকাশ করে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ২০১৬ সালে জারিকৃত নির্দেশিকাটি পরিমার্জনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত নির্দেশিকাটির পরিমার্জিত সংস্করণ 'সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়।

২. সংজ্ঞা:

(ক) **'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম'** অর্থ কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে তথ্য-উপাত্ত (টেক্সট, ইমেজ, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি) আদান-প্রদানের একটি প্লাটফরম।

(খ)'সরকারি প্রতিষ্ঠান' অর্থ কোনো আইন, বিধি বা সরকারি আদেশ বলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা অথবা সরকারের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ।

গ) 'ডিজিটাল ডিভাইস' অর্থ কোনো ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম, যা ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল ইমপালস্ ব্যবহার করে যৌক্তিক, গাণিতিক এবং স্মৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করে, এবং কোনো ডিজিটাল বা কম্পিউটার ডিভাইস সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত, এবং সকল ইনপুট, আউটপুট, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চিতি, ডিজিটাল ডিভাইস সফটওয়্যার বা যোগাযোগ সুবিধাদিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. নির্দেশিকা জারির উদ্দেশ্য ও অধিক্ষেত্র:

৩.১ উদ্দেশ্য:

ক. সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;

খ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীগণের করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণ করা; এবং

গ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করা।

৩.২. অধিক্ষেত্র:

এ নির্দেশিকাটি সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, কমিশন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানী, মাঠ পর্যায়ের অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্থাপনা এবং গণকর্মচারীগণ কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৪. সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম নির্বাচন:

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম রয়েছে, যেমন: ব্লগ, মাইক্রোব্লগস, ফেসবুক, টুইটার, গুগল প্লাস, স্কাইপ, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ, সিগন্যাল, ইউটিউব, উইচ্যাট, ইনস্টাগ্রাম, ম্যাসেঞ্জার, ইমু, ইত্যাদি। অনলাইনে সামাজিক যোগাযোগের এই সকল মাধ্যমের অধিকাংশই ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত। অনেকক্ষেত্রে একজন ব্যবহারকারী একাধিক মাধ্যমও ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া কোনো কোনো মাধ্যমের মধ্যে পারস্পারিক সংযোগ বা সমন্বয়ের সুবিধাও রয়েছে। এসব যোগাযোগ মাধ্যম তথা প্লাটফরমের ভিন্নতা অনুযায়ী এগুলোর বৈশিষ্ট্য, সুবিধা, অভীষ্ঠগোষ্ঠী, ব্যবহারের শর্তাবলি, তথ্যের গোপনীয়তা ইত্যাদিরও ভিন্নতা রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি ও কর্মকৌশল, অভীষ্ঠগোষ্ঠী ও অংশীজন, পদ্ধতি ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট মাধমের নিয়ম ও শর্তাবলি পর্যালোচনা করে উপযুক্ত এক বা একাধিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নির্বাচন করা যেতে পারে।

৫. সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার:

নিম্নবর্ণিত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে কাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে:

ক. নেটওয়ার্কিং ও মতবিনিময় (অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ);
খ. নাগরিক সেবা প্রদানে সমস্যা পর্যালোচনা ও সমাধান;
গ. জনসচেতনতা ও প্রচারণা;
ঘ. নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবন;
ঙ নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ;
চ. জনবান্ধব প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; এবং
ছ. নাগরিক সেবা প্রদানের নতুন মাধ্যম ইত্যাদি।

৬. একাউন্ট ব্যবস্থাপনা:

৬.১. দাপ্তরিক একাউন্ট ব্যবস্থাপনা:

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের জন্য একাউন্ট তৈরি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণ করবে:

ক. দপ্তরের একাউন্ট বা পেজের ব্যানারে ব্যক্তি বা পদবির পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের নামে হবে। তবে, একাউন্ট তৈরির ক্ষেত্রে সিস্টেমে ব্যক্তির নাম প্রদান করা অপরিহার্য হলে ব্যক্তির নামের পাশাপাশি মূল পেজের ব্যানারে প্রতিষ্ঠানের নাম ও লোগো থাকতে হবে।

খ. মূল পেজের ব্যানারে অথবা দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে উক্ত মাধ্যম ব্যবহারের উদ্দেশ্য, অভীষ্টগোষ্ঠী (অডিয়েন্স) ও ব্যবহারকারী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকবে।

গ. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা ৩/৫ সদস্যের একটি টিম উক্ত ইউজার একাউন্টের এডমিন বা মডারেটর বা কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে।

ঘ. দাপ্তরিক পেইজের ব্যানার বা প্রোফাইল পিকচারে কোনো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ছবি ব্যবহার করা যাবে না।

ঙ. একাউন্টের নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে এবং এডমিন/মডারেটর/কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার স্বার্থে তা' সময়ে সময়ে পরিবর্তন করবেন।

চ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিবেচনায় এবং প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের আলোকে এর কন্টেন্ট প্রদর্শন, মন্তব্য/মতামত জ্ঞাপন, সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি, প্রবেশাধিকার, প্রাইভেসি ইত্যাদি বিষয়ের সেটিংস সংশ্লিষ্ট এডমিন/মডারেটর/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচন করা হবে।

ছ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে প্লাটফরম ব্যবহার করা হবে তার নিয়ম ও শর্তাবলি অবশ্যই পালন করতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এর জন্য কোন অনভিপ্রেত অবস্থার সম্মুখীন হতে না হয়।

জ. সোশ্যাল মিডিয়া পেজকে দাপ্তরিক নিজস্ব ওয়েবসাইটের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে। তবে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে দাপ্তরিক ওয়েবসাইটের বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা হবে না।

ঝ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে সরকারের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System)-এর সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে।

ঞ. দাপ্তরিক যোগাযোগের সময় চিঠিপত্রসহ অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেটার হেড-এ প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক ঠিকানার সঙ্গে বর্তমানে ব্যবহৃত ওয়েব ঠিকানার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নিজস্ব ঠিকানাটিও ব্যবহার করতে হবে।

৬.২ ব্যক্তিগত একাউন্ট ব্যবস্থাপনা:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তিগত একাউন্ট তৈরি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে:-

ক. ব্যক্তিগত একাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল নাগরিকসুলভ আচরণ ও অনুশাসন মেনে চলতে হবে;

খ. কন্টেন্ট ও 'ফ্রেন্ড' সিলেকশনে সতর্কতা অবলম্বন এবং অপ্রয়োজনীয় ট্যাগ, রেফারেন্স বা শেয়ার করা পরিহার করতে হবে;

গ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার বা নিজ একাউন্টের ক্ষতিকারক কন্টেন্ট-এর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন এবং সে জন্য প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে; এবং

ঘ. একাউন্টের নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে এবং নিরাপত্তার স্বার্থে তা' নিয়মিত পরিবর্তন করতে হবে;

৭. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিষয়বস্তু ব্যবস্থাপনা:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদেয়/প্রদত্ত বিষয়বস্তু অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নরূপ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

ক. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিতব্য টেক্সট, ফটো, অডিও, ভিডিও, ইত্যাদি গুরুত্বের সঙ্গে নির্বাচন ও বাছাই করতে হবে। কর্তৃপক্ষ বিষয়বস্তুর উপযুক্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্লাটফরমে তা' প্রকাশের অনুমতি প্রদান করবেন;

খ. নিজস্ব পোস্টে প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্তের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে;

গ. ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়াদি-সংশ্লিষ্ট কোনো কন্টেন্ট (টেক্সট, ফটো, অডিও ও ভিডিও ইত্যাদি) দাপ্তরিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো ক্রমেই পোস্ট, আপলোড বা শেয়ার করা যাবে না;

ঘ. সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে সরকার বা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনো পোস্ট আপলোড, কমেন্ট, লাইক, শেয়ার করা থেকে বিরত থাকতে হবে; এবং

ঙ. গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্টসমূহের আর্কাইভিং, পুনঃপ্রদর্শন, ও শেয়ারিং উৎসাহিত করতে হবে।

৮. হালনাগাদকরণ ও সাড়া প্রদান:

ক. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কর্তৃপক্ষ নিয়মিত নিজ সাইট হালনাগাদ/ সাড়া (response) প্রদান করবেন;

খ. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এডমিন/মডারেটর/কর্তৃপক্ষ যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উত্থাপিত সমস্যা, মন্তব্য বা প্রশ্নের বিষয়ে সাড়া প্রদান করবেন; এবং

ঘ. জনপ্রশাসনে নাগরিক-সম্পৃক্তি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সম্ভব সকল ক্ষেত্রে জনসাধারণ বা অংশীজন কর্তৃক পোস্ট প্রদানকে উৎসাহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নাগরিক কর্তৃক পোস্টকৃত বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা ও সাড়া প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৯. সরকারি আইন ও বিধি-বিধানের প্রযোজ্যতা:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

১০. পরিহারযোগ্য বিষয়াদি:

সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রকাশ করা যাবে না:

ক. জাতীয় ঐক্য ও চেতনার পরিপন্থী কোনো রকম তথ্য-উপাত্ত;

খ. কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে এমন বা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিপন্থী কোনো তথ্য-উপাত্ত;

গ. রাজনৈতিক মতাদর্শ বা আলোচনা-সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য-উপাত্ত;

ঘ. বাংলাদেশে বসবাসকারী কোনো ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, বা সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক বা হেয় প্রতিপন্নমূলক

তথ্য-উপাত্ত;

ঙ. কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রকে হেয় প্রতিপন্ন করে এমন তথ্য-উপাত্ত;

চ. লিঙ্গ বৈষম্য বা এ সংক্রান্ত বিতর্কমূলক কোনো তথ্য-উপাত্ত;

ছ. জনমনে অসন্তোষ বা অপ্রীতিকর মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো বিষয়, লেখা, অডিও বা ভিডিও ইত্যাদি।

জ. আত্ম-প্রচারণামূলক কোনো পোস্ট; এবং

ঝ. ভিত্তিহীন, অসত্য ও অশ্লীল তথ্য প্রচার।

১১. পরিবীক্ষণ:

ক. প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে।

খ. প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার-সংক্রান্ত সচেতনামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও করণীয় নির্ধারণ করবে।

১২. স্পষ্টীকরণ:

এ নির্দেশিকা অনুসরণে কোনো সমস্যা বা কোনো অনুচ্ছেদের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট-এর নজরে আনয়ন করা যেতে পারে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮

(২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন)

ষষ্ঠ অধ্যায়

অপরাধ ও দণ্ড

আক্রমণাত্মক, মিথ্যা বা ভীতি প্রদর্শক, তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ, ইত্যাদি

২৫। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে,-

(ক) ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে, এমন কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ করেন, যাহা আক্রমণাত্মক বা ভীতি প্রদর্শক অথবা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্থ বা হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন, বা

(খ) রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ণ করিবার, বা বিভ্রান্তি ছড়াইবার, বা তদুদ্দেশ্যে, অপপ্রচার বা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক বিকৃত আকারে প্রকাশ, বা প্রচার করেন বা করিতে সহায়তা করেন,

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮

(২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন)

ষষ্ঠ অধ্যায়

অপরাধ ও দণ্ড

মানহানিকর তথ্য প্রকাশ, প্রচার, ইত্যাদি

২৯। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 499 এ বর্ণিত মানহানিকর তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করেন, তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

The Penal Code, 1860

(ACT NO. XLV OF 1860)

অধ্যায় এর নাম XXI

OF DEFAMATION

Defamation

499. Whoever by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visible representations, makes or published any imputation concerning any person intending to harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm, the reputation or such person, is said, except in the cases hereinafter excepted, to defame that person.

Explanation 1.-It may amount to defamation to impute any thing to a deceased person, if the imputation would harm the reputation of that person if living, and is intended to be hurtful to the feelings of his family or other near relatives.

Explanation 2.-It may amount to defamation to make an imputation concerning a company or an association or collection of persons as such.

Explanation 3.-An imputation in the form of an alternative or expressed ironically, may amount to defamation.

Explanation 4.-No imputation is said to harm a person's reputation, unless that imputation directly or indirectly, in the estimation of others, lowers the moral or intellectual character of his caste or of his calling, or lowers the credit of that person, or causes it to be believe that body of that person is in a loathsome state, or in a state generally considered as disgraceful.

Illustrations

(a) A say's – "Z is an honest man; he never stole B's watch"; intending to cause it to be believed that Z did steal B's watch. This is defamation, unless it fall within one of the exceptions.

(b) A is asked who stole B's watch. A points to Z, intending to cause it to be believed that Z stole B's watch. This is defamation, unless it fall within one of the exceptions.

(c) A draws a picture of Z running away with B's watch, intending it to be believed that Z stole B's watch. This is defamation, unless it fall within one of the exceptions.

---

[1] Throughout this Act, except otherwise provided, the words "Bangladesh", "Government", "the Government" and "Taka" were substituted, for the words "Pakistan", "Central or any Provincial Government" or "Central Government or any Provincial Government" or "Central Government" or "the Provincial Government" or "Provincial Government" and "rupees" respectively by section 3 and 2nd Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973).

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs